



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

## ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ  
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

তাং-...০৭/০৩/২০১৭

দপ্তর আদেশ নং-...৪৮৪...../২০১৭

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বানৌপক)-এর মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রকার ভূমির (ফোরশোর ব্যতীত) ব্যবস্থাপনা যথাঃ ভূ-সম্পত্তি রেকর্ড ও সংশোধন, নামজারী, খাজনা পরিশোধ, লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স ফি আদায়, উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিসহ ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জারী করা হল।

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগঃ

- ১.১ এ পদ্ধতি “বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি” নামে অভিহিত হবে;
- ১.২ এ পদ্ধতি বানৌপ-কর্তৃপক্ষের ফোরশোর ব্যতীত সকল প্রকার ভূ-সম্পত্তির (ক্রয়কৃত, অধিগ্রহণকৃত, অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত এবং অন্য সংস্থা হতে নির্ধারিত মেয়াদে বরাদ্দ প্রাপ্ত ও লাইসেন্স গ্রহণকৃত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;
- ১.৩ এ পদ্ধতি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২.০ উদ্দেশ্যঃ

কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ক্রয়কৃত, অধিগ্রহণকৃত ও অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির রেকর্ড, রেকর্ড সংশোধন, পাওনা পরিশোধ, লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স ফি আদায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভূমি ও অবকাঠামো সু-রক্ষাসহ অন্য ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হওয়া কিংবা অন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে থাকা কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তি আইনগত প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন তথা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ মেয়াদের জন্য সরকারের নিকট হতে বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমি মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে মেয়াদ বৃদ্ধি করে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য বহাল রাখা ও কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে ভূমির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করা এ পদ্ধতি জারীর মূল উদ্দেশ্য।

৩.০ কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তির শ্রেণী বিন্যাস ও ব্যবহার :

৩.১ মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস

বানৌপ-কর্তৃপক্ষের অধীনে ৪(চার) শ্রেণীর ভূ-সম্পত্তি রয়েছে যথাঃ (ক) ক্রয়কৃত; (খ) অধিগ্রহণকৃত; (গ) অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত; এবং (ঘ) অন্য সংস্থা হতে নির্ধারিত মেয়াদে বরাদ্দ প্রাপ্ত ও লাইসেন্স গ্রহণকৃত।

৩.২ ব্যবহার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস

- (ক) যে সমস্ত ভূমি বর্তমানে বানৌপ-কর্তৃপক্ষের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অচিরেই ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে এরূপ ভূমি;
- (খ) যে সমস্ত ভূমি কেবলমাত্র কৃষি কাজের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে কৃষি কাজ ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহারের সুযোগ সীমিত;
- (গ) যে সমস্ত ভূমি বানৌপ-কর্তৃপক্ষের আপাততঃ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই এবং অদূর ভবিষ্যতেও ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না, তবে ভবিষ্যতে ড্রেজ স্পয়েল ফেলা বা অন্য কোন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হতে পারে;
- (ঘ) যে সমস্ত ভূমি সরাসরি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন নেই, তবে ভবিষ্যতে কোন সময়ে ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

8.0 কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তির রেকর্ডকরণ ও রেকর্ড সংশোধন :

- 8.1 কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন ভূ-সম্পত্তির মোজাওয়ারী জরিপ ও নকশা প্রণয়ন করে ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার স্থাপন, জরিপ, রেকর্ডকরণ ও রেকর্ড সংশোধন, নামজারী, খাজনা পরিশোধ, অবৈধ দখলদারের তালিকা প্রণয়ন, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যাদি ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা দপ্তর সম্পাদন করবে। তবে যে সকল ক্ষেত্রে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের দপ্তর নেই সে ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলীগণ সম্পাদন করবে এবং ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ তা তত্ত্বাবধান করবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বন্দর বিভাগের নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত ভূমি রয়েছে, সে সমস্ত ভূমির ক্ষেত্রে বর্ণিত কাজ সংশ্লিষ্ট বন্দর নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা/বন্দর কর্মকর্তা/সহকারী বন্দর কর্মকর্তা সম্পাদন করবে এবং ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ তা তত্ত্বাবধান করবে। বাঅনৌপক এর ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল ভূ-সম্পত্তির গুরুত্ব বিবেচনায় জরিপ, রেকর্ডকরণ ও রেকর্ড সংশোধন, সীমানা পিলার স্থাপন, সাইন বোর্ড স্থাপন এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদসহ ভূমি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করবে। ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের অধীনে প্রস্তাবিত জনবলসহ শাখা দপ্তর চালু হলে সে ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিভাগ/বওপ বিভাগের উপর অর্পিত এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট শাখা অফিস গ্রহণ করবে। তবে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের শাখা দপ্তর চালু হওয়া অবধি প্রকৌশল বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ডিভিশন এবং ক্ষেত্র বিশেষে বওপ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা দপ্তর ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের প্রস্তাবিত শাখা দপ্তরের কাজ সম্পাদন করবে;
- 8.2 ভূমির মালিকানা, রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা/মোকদ্দমা/অবৈধ দখল ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/ডিভিশন ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগকে অবহিত করবে। ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ উক্ত বিষয়ে মনিটরিং এবং সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করবেন এবং সিদ্ধান্ত সমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ডিভিশন কর্তৃক বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- 8.3 নদীগর্ভে বিলীন হওয়া জমি কিংবা কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা সরকারকে ফেরত প্রদানকৃত জমির তালিকা প্রস্তুত করতঃ কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তির তালিকা হতে বাদ দেয়ার বিষয়টি ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের প্রস্তাবনার আলোকে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকর করা;
- 8.4 ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ কর্তৃপক্ষের সমস্ত ভূমির তথ্য সুবিন্যস্ত করে বালাম/রেজিস্টারে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে। অনুরূপ বহির্কপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত দপ্তর সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবে;
- 8.5 ক্রয়কৃত, অধিগ্রহণকৃত ও অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত যে কোন প্রকল্পের জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, গেজেট নোটিফিকেশন ও পজেশন হস্তান্তরপত্র এবং অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত ভূমির ডকুমেন্টেশন পাওয়া মাত্রই বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক কর্তৃপক্ষের নামে নামজারী, রেকর্ড পর্চা সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে সংগ্রহ করে ব্যবহারকারী বিভাগ ১(এক) মাসের মধ্যে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগে প্রেরণ করবে;
- 8.6 জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জরিপ কাজ পরিচালনাকালীন সময়ে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট (স্থানীয়) প্রকৌশল ডিভিশন/বন্দর বিভাগ জরিপ টিমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে নিজ নিজ ডিভিশনের আওতাধীন জমি কর্তৃপক্ষের অনুকূলে রেকর্ডকরণ নিশ্চিত করবে এবং সকল জমির মালিকানা/ডকুমেন্টেশন পত্র সংগ্রহ করে নিজ দপ্তরে ০১(এক) কপি সংরক্ষণ করবে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করবে;
- 8.9 সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রত্যেক প্রকৌশল ডিভিশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দর ও পরিবহন বিভাগ প্রতি বছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে তার আওতাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদয় ভূমির এক বছরের স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা (যথাঃ- রেকর্ডকরণ, রেকর্ড সংশোধন, নামজারী, খাজনা পরিশোধ, বিরোধ নিষ্পত্তি ও অবৈধ দখলদার সম্পর্কিত তথ্য) ইত্যাদি নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগে সুপারিশসহ প্রেরণ করবে;



- ৪.৮ প্রত্যেক ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী/বন্দর বিভাগ/সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য তার অধীনস্থ কর্মকর্তাকে ভূমি সংক্রান্ত কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত রাখবেন;
- ৪.৯ সকল নদী বন্দরের তীর ভূমির ম্যাপ সমূহের এক কপি ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বন্দর দপ্তর হতে প্রেরণ করবে।

৫.০ বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির সংরক্ষণ ও লাইসেন্স প্রদানঃ

- ৫.১ অনুচ্ছেদ ৩.২(ক)-এ বর্ণিত বর্তমানে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে বা অচিরেই ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে এরূপ ভূমি কোন অবস্থাতেই লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না;
- ৫.২ অনুচ্ছেদ ৩.২(খ)-এ বর্ণিত যে সমস্ত ভূমি কেবলমাত্র কৃষি কাজের উপযোগী এবং অন্য কাজে ব্যবহারের সুযোগ সীমিত এমন ধরনের ভূমি বাৎসরিক ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদান;
- ৫.৩ অনুচ্ছেদ ৩.২(গ)-এ বর্ণিত যে সমস্ত ভূমি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না তবে ভবিষ্যতে ড্রেজ স্পয়েল ফেলা বা অন্য কোন কাজে ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে এমন ধরনের ভূমি স্বল্প মেয়াদী লাইসেন্স প্রদান করা;
- ৫.৪ অনুচ্ছেদ ৩.২(ঘ)-এ বর্ণিত যে সমস্ত ভূমি সরাসরি কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই তবে ভবিষ্যতে কোন সময় ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে এরূপ ভূমি দীর্ঘ মেয়াদী লাইসেন্স প্রদান।

৬.০ লাইসেন্স বরাদ্দের মেয়াদঃ

এ পদ্ধতির আওতায় নিম্নবর্ণিত মেয়াদে ভূমির লাইসেন্স বরাদ্দ প্রদান করা যাবেঃ-

- (ক) অনুচ্ছেদ ৩.২(খ) এ বর্ণিত ভূমি বাৎসরিক ভিত্তিতে (০১ বছর);
- (খ) অনুচ্ছেদ ৩.২(গ) এ বর্ণিত ভূমি স্বল্প মেয়াদী (বাৎসরিক নবায়নের ভিত্তিতে ০২-০৫ বছর);
- (গ) অনুচ্ছেদ ৩.২(ঘ) এ বর্ণিত ভূমি দীর্ঘ মেয়াদী (বাৎসরিক নবায়নের ভিত্তিতে ০৬-১০ বছর)।

৭.০ ভূমির প্রকৃতি, ব্যবহার ও শ্রেণী নির্ণয়সহ সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণঃ

- ৭.১ সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী ও অর্থ পুলের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় কমিটি ভূমির প্রকৃতি, ব্যবহার ও শ্রেণী নির্ণয় করবেন এবং লাইসেন্সের মেয়াদ উল্লেখসহ সংরক্ষিত মূল্যের প্রস্তাব পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবেন;

অথবা

- ৭.২ সংশ্লিষ্ট বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন লাইসেন্স প্রদানযোগ্য ভূমির ক্ষেত্রে বন্দর নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা/বন্দর কর্মকর্তা ও অর্থ পুলের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় কমিটি ভূমির প্রকৃতি, ব্যবহার ও শ্রেণী নির্ণয় করবেন এবং লাইসেন্সের মেয়াদ উল্লেখসহ সংরক্ষিত মূল্যের প্রস্তাব পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবেন;

অথবা

- ৭.৩ ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটি ভূমির প্রকৃতি, ব্যবহার ও শ্রেণী নির্ণয় করবেন এবং লাইসেন্সের মেয়াদ উল্লেখসহ সংরক্ষিত মূল্যের প্রস্তাব পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবেন;

অথবা

- ৭.৪ “কর্তৃপক্ষের শুদ্ধ হার-২০১৬” অনুযায়ী সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ; (তবে শুদ্ধ হার পরিবর্তন হলে সময়ে সময়ে তা পুনঃ নির্ধারণ হবে)

- ৭.৫ তবে উপ-অনুচ্ছেদ ৭.১, ৭.২ ও ৭.৩ এর সংরক্ষিত মূল্যের সুপারিশ/প্রস্তাব ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করবেন।

**৮.০ লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি :**

অনুচ্ছেদ ৫.২, ৫.৩ ও ৫.৪ এ বর্ণিত ভূমি ২টি পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা যাবে। যথাঃ-

- (ক) আবেদনের ভিত্তিতে;  
(খ) উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে।

**৯.০ আবেদন পত্রের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান :**

- ৯.১ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রদানযোগ্য ভূমি/পুকুর/অবকাঠামো লাইসেন্স প্রদানের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম কর্তৃপক্ষ হতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় পূর্বক আবেদন করা যাবে। আবেদন ফরমের মূল্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। আবেদনপত্রের সাথে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত কাগজপত্র যথা-সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২(দুই) কপি সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে প্রস্তাবিত মূল্যের সমপরিমাণ (বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে) ও সরকারী অন্যান্য ফি(যদি প্রযোজ্য হয়) পে-অর্ডার আকারে সংযুক্ত করতে হবে;
- ৯.২ আবেদনকারী আবেদন পত্রে লাইসেন্স গ্রহণের মেয়াদকাল উল্লেখ করবে। বাৎসরিক লাইসেন্স (১ বছর) প্রদানের ক্ষেত্রে কোন জামানত প্রয়োজন হবে না। তবে স্বল্প মেয়াদী (০২-০৫ বছর) লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাইসেন্স ফি'র এক বছরের সমপরিমাণ অর্থ এবং দীর্ঘ মেয়াদী (০৬-১০) লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই বছরের লাইসেন্স ফি'র সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসেবে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে জমা রাখতে হবে। সম্মতি পত্র প্রদানের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে সমুদয় লাইসেন্স ফি সহ জামানতের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ জমা প্রদান করতে হবে;
- ৯.৩ লাইসেন্স গ্রহীতার আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ সম্মতিপত্র জারী করবে এবং অনুচ্ছেদ-২৬(ক) অনুযায়ী চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে এবং ২৬(খ) অনুযায়ী বরাদ্দ পত্র জারী করা করতে হবে;
- ৯.৪ একাধিক আবেদন পাওয়া গেলে অনুচ্ছেদ-৩৭ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিবেচনায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মীমাংসা/নিষ্পত্তি করতে হবে;
- ৯.৫ আবেদন নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে অনুচ্ছেদ-১০ অনুযায়ী টেন্ডারের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের পদক্ষেপ গৃহীত হবে। তবে জমির অবস্থান, পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের নিকট কোন একক আবেদন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হলে এরূপ আবেদন কর্তৃপক্ষ 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' এর লাইসেন্স প্রদানের শর্ত ও নিয়মাবলীর ব্যত্যয় ও পরিবর্তন ঘটিয়ে নিষ্পত্তি করতে পারবেন;
- ৯.৬ প্রকৌশল বিভাগের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায়/উন্নয়ন পরিকল্পনায় ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গায়/ভূমিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকলে বর্ণিত জায়গা বাদ রেখে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রকৌশল বিভাগের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা/উন্নয়ন পরিকল্পনা ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ সংগ্রহ করে তদানুযায়ী লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

**১০.০ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানঃ**

কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রদানযোগ্য ভূমি, পুকুর ও অন্যান্য অবকাঠামো ইত্যাদি নিম্নরূপভাবে উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে লাইসেন্স বরাদ্দ প্রদান করা যাবেঃ

- ১০.১ ১ম দফা টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর গ্রহণযোগ্য না হলে অথবা টেন্ডারের কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে অথবা প্রাপ্ত সকল টেন্ডার বাতিল বলে ঘোষণা করা হলে ২য় দফা টেন্ডারের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে;
- ১০.২ ২য় দফা টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর গ্রহণযোগ্য না হলে অথবা টেন্ডারের কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে অথবা প্রাপ্ত সকল টেন্ডার বাতিল বলে ঘোষণা করা হলে ৩য় দফা টেন্ডারের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে;
- ১০.৩ ৩য় দফা টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর গ্রহণযোগ্য না হলে অথবা কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে অথবা প্রাপ্ত সকল টেন্ডার বাতিল বলে ঘোষণা করা হলে বিষয়টি বাস্তব ভিত্তিক মতামত/সুপারিশসহ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

### ১১.০ টেন্ডার কমিটি :

কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টেন্ডার কমিটি গঠিত হবেঃ

- (ক) আহবায়ক : (১) প্রধান দপ্তরস্থ কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষেত্রেঃ ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক/উপ-পরিচালক;
- (২) স্থানীয় কমিটির ক্ষেত্রেঃ প্রকৌশল ডিভিশনের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী এবং বন্দর বিভাগের ক্ষেত্রে বন্দর নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা/বন্দর কর্মকর্তা/সহকারী বন্দর কর্মকর্তা (ক্ষেত্র বলতে নিয়ন্ত্রণাধীন জমি বুঝাবে);
- (খ) সদস্য : হিসাব/অর্থ বিভাগের উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বন্দর ও পরিবহন বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক।

### ১২.০ টেন্ডার অনুষ্ঠানের কর্মসূচী প্রণয়নঃ

- ১২.১ প্রত্যেক ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তার ডিভিশনের অধীনে কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের প্রদানযোগ্য ভূমি, অবকাঠামো ইত্যাদির অবস্থান, পরিমাণ ও সংরক্ষিত মূল্যের প্রস্তাব(পূর্বে পাঠানো হলে প্রযোজ্য নয়) ইত্যাদিসহ টেন্ডার সূচীর সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;
- ১২.২ বন্দর বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বন্দরের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;
- ১২.৩ ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ বিভিন্ন ডিভিশন ও বন্দর হতে প্রাপ্ত তথ্য, ঢাকা প্রধান দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ও প্রস্তাব ইত্যাদি সংগ্রহ পূর্বক, পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত লাইসেন্স ইত্যাদির তথ্যাদি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লাইসেন্সযোগ্য জমির/অবকাঠামোর মেয়াদ শেষান্তে নতুনভাবে লাইসেন্স কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে জমির অবস্থান, পরিমাণ ও সংরক্ষিত মূল্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করতঃ টেন্ডার সূচী চূড়ান্তকরণ ও কার্যক্রম প্রণয়ন করবেন।

### ১৩.০ টেন্ডার কর্মসূচীর প্রচারঃ

লাইসেন্স প্রদানযোগ্য জমির পরিমাণ ও গুরুত্ব বিবেচনায় টেন্ডার সূচী, বিজ্ঞপ্তি আকারে অন্তত ০৭(সাত) দিন পূর্বে বহুল প্রচারিত এক বা দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়/স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ, অবস্থান এবং গুরুত্ব কম বিবেচিত হলে স্থানীয়ভাবে নোটিশ জারী করে প্রচার করা যেতে পারে।

### ১৪.০ টেন্ডারে অংশ গ্রহণের শর্ত ও নিয়মাবলীঃ

যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে অংশ গ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবেঃ-

- (ক) প্রত্যেক দরদাতাকে প্রতিটি লাইসেন্সে অংশ গ্রহণের জন্য পৃথক পৃথক বন্ধ খামে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত দরপত্রে (সিডিউল) দাখিল করতে হবে;
- (খ) টেন্ডারে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে ন্যূনতম পক্ষে ১৮(আঠার) বৎসর বয়সের হতে হবে (তার স্বপক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অন্যথায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বয়সের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে);
- (গ) টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে প্রতিটি টেন্ডারের সহিত কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার আকারে জমা দিতে হবে;
- (ঘ) প্রতিটি দরপত্রে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ
- (১) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্বের সনদপত্র এবং পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ২(দুই) কপি ছবি;

- (২) যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে দরদাতার অনুকূলে আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কিত সনদপত্র (দীর্ঘ মেয়াদে লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে);
- (৩) লাইসেন্স গ্রহণের জন্য টেন্ডারে অংশ গ্রহণের সময় টেন্ডারদাতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান দরপত্রের সঙ্গে মূসক নিবন্ধন পত্রের(যদি থাকে) সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে পারেন।
- (ঙ) টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করে টেন্ডার ফরমের সহিত সংযুক্ত করে দিতে হবে।
- (চ) টেন্ডার ফরমে লাইসেন্সের মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।

১৫.০ টেন্ডার কমিটির সভা আহ্বান এবং সভায় যোগদান :

- (ক) টেন্ডার কর্মসূচী অনুযায়ী যে তারিখে টেন্ডার অনুষ্ঠিত হবে উক্ত তারিখের অন্ততঃ ২দিন পূর্বে টেন্ডার কমিটির আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য সদস্যগণকে কমিটির সভায় যোগদান করার জন্য পত্র দ্বারা আহ্বান করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা শিথিলযোগ্য;
- (খ) টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ কমিটির আহ্বায়কের আহ্বান অনুযায়ী ও টেন্ডার কর্মসূচী অনুযায়ী কমিটির সভায় যোগদান করবেন এবং কমিটির কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন;
- (গ) টেন্ডার কমিটির যে কোন সদস্য যদি কোন কারণবশতঃ কমিটির সভায় যোগদান করতে না পারেন তা হলে উহা সভার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে লিখিতভাবে কমিটির আহ্বায়ককে অবহিত করবেন এবং উহার অনুলিপি স্থায় বিভাগীয় প্রধানকে এবং পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগকে প্রদান করবেন।

১৬.০ টেন্ডার কমিটির সভার কোরাম :

ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের প্রতিনিধি, ডিভিশনের ক্ষেত্রেঃ নির্বাহী প্রকৌশলী/তাঁর প্রতিনিধি এবং বন্দর ও পরিবহন বিভাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন্দর নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা/বন্দর কর্মকর্তা বা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি ও অন্য বিভাগের ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধিসহ মোট তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

১৭.০ টেন্ডার কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্বঃ

টেন্ডার কমিটির আহ্বায়ক সভায় সভাপতিত্ব করবেন তথা সভার কার্য পরিচালনা করবেন। তিনি অত্র ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিভিন্ন ধারার সঠিক বাস্তবায়ন যথাঃ টেন্ডারে প্রাপ্ত অফার/দর গ্রহণ, অফার/দর সাময়িকভাবে গ্রহণ, টেন্ডারে প্রাপ্ত অফার/দর প্রত্যাখান ও অকৃতকার্য টেন্ডারদাতা/দরদাতার যোগ্যতার টাকা ফেরত দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ/সুপারিশ করবেন। তিনি টেন্ডারের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অংশগ্রহণকারী টেন্ডার দাতাদের দ্বারা এবং কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের দ্বারা যথারীতি স্বাক্ষর করানোর ব্যবস্থা করবেন। তিনি টেন্ডার কমিটির সভায় সময়মত হাজির হবেন এবং নির্ধারিত সময়ে দরপত্র খোলা নিশ্চিতকরণ পূর্বক দরপত্রের প্রাপ্ত মূল্য পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ এর ঢাকাস্থ দপ্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন এবং প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সভাস্থল ত্যাগ করবেন না।

১৮.০ টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্বঃ

- (ক) টেন্ডার/দরপত্র খোলার পর প্রাপ্ত টেন্ডার/দরপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় কমিটির সকল সদস্যগণ স্বাক্ষর করবেন এবং ওপেনিং সিট (Opening Sheet) তৈরী করবেন। ওপেনিং সিট (Opening Sheet)-এ দরদাতার নাম, জামানত/আর্নেস্ট মানির পরিমাণ, ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নম্বর, ব্যাংকের নাম এবং দরপত্রের প্রদত্ত দরের পরিমাণ/মূল্য (অংকে ও কথায়) ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন এবং উহাতে কমিটির সকল সদস্য এবং টেন্ডার দাতাদের (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন এবং কোন্ বা কত নম্বর দফার টেন্ডার তা সুস্পষ্টভাবে ওপেনিং সিটে (Opening Sheet) উল্লেখ করবেন। কমিটি টেন্ডারে প্রাপ্ত দরের তুলনামূলক বিবরণী (Comparative Statement) প্রস্তুত করবেন এবং উহাতে কমিটির মতামতসহ সকল সদস্য স্বাক্ষর করবেন এবং কোন্ বা কত নম্বর দফার টেন্ডার তা সুস্পষ্টভাবে তুলনামূলক বিবরণীতে (Comparative Statement) উল্লেখ করবেন;



- (খ) টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সময়মত কমিটির সভায় হাজির হবেন এবং টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সভাস্থল ত্যাগ করবেন না। তাঁরা প্রত্যেক টেন্ডার সভার কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অত্র লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতির বিভিন্ন ধারার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য কমিটির আহ্বায়ককে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাঁরা সভাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে টেন্ডার কার্যক্রমের কাগজপত্র সহি করবেন।

১৯.০ টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতার টাকা বা আর্নেস্টম্যানিঃ

(ক) টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতার টাকা বা আর্নেস্টম্যানিঃ

টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী তার আবেদনের সঙ্গে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে প্রতিটি টেন্ডারের জন্য আলাদাভাবে তার প্রস্তাবিত অফার/দরের ২৫%(শতকরা পঁচিশ ভাগ) যোগ্যতার টাকা/আর্নেস্টম্যানি হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা দিবেন।

(খ) টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য আয়কর বাবদঃ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী তার আবেদনের সঙ্গে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে আলাদাভাবে তার প্রস্তাবিত অফার/দরের উপর সরকার নির্ধারিত হারে আয়কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা দিবেন।

(গ) টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য মুসক বাবদঃ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী তার আবেদনের সঙ্গে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে আলাদাভাবে তার প্রস্তাবিত অফার/দরের উপর সরকার নির্ধারিত হারে মুসক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা দিবেন।

২০.০ টেন্ডারে প্রাপ্ত অফার/দর গ্রহণের নিয়মাবলীঃ

যে কোন লাইসেন্সের জন্য টেন্ডারে প্রাপ্ত দর নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী গ্রহণ করা যাবেঃ

- (ক) ১ম দফা টেন্ডারে প্রাপ্ত দর যদি সংরক্ষিত মূল্যের ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) বা উর্দে হয় তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা) উহা গ্রহণ করবেন। সংরক্ষিত মূল্যের ১০০% ভাগের অধিক একাধিক দর পাওয়া গেলে সর্বোচ্চ দরদাতার ব্যর্থতায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী দরদাতাদের দর গ্রহণ করা যাবে। তবে ২য় দরদাতা অনিহা প্রকাশ করলে পুনঃ টেন্ডারের ব্যবস্থা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ব্যর্থ দরদাতাদের আর্নেস্টম্যানি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

- (খ) ২য় দফা টেন্ডারে প্রাপ্ত দর যদি সংরক্ষিত মূল্যের ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) বা উর্দে হয় তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা) উহা গ্রহণ করবেন। সংরক্ষিত মূল্যের ১০০% ভাগের অধিক একাধিক দর পাওয়া সর্বোচ্চ দরদাতার ব্যর্থতায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী দরদাতাদের দর গ্রহণ করা যাবে। তবে ২য় দরদাতা অনিহা প্রকাশ করলে পুনঃ টেন্ডারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যর্থ দরদাতাদের আর্নেস্টম্যানি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

- (গ) ৩য় দফায় টেন্ডারে প্রাপ্ত দর যদি সংরক্ষিত মূল্যের ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) বা উর্দে হয় তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) উহা গ্রহণ করবেন। সংরক্ষিত মূল্যের ১০০% ভাগের অধিক একাধিক দর পাওয়া গেলে সর্বোচ্চ দরদাতার ব্যর্থতায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী দরদাতাদের দর গ্রহণ করা যাবে। তবে ২য় দরদাতা অনিহা প্রকাশ করলে পুনঃ টেন্ডারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যর্থ দরদাতাদের আর্নেস্টম্যানি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

- (ঘ) ৩য় দফায় টেন্ডারে প্রাপ্ত দর সংরক্ষিত মূল্যের কম হলে বা কোন দর পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন/দপ্তরের আহ্বায়ক কিংবা ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক/উপ-পরিচালক নিম্নবর্ণিত যে কোন সুপারিশসহ পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের নিকট প্রেরণ করবেন। পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ তার মতামতসহ সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করবেনঃ-



- ১) প্রাসঙ্গিক কারণ/যুক্তিসহ সর্বোচ্চ অফার/দর অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ;
- ২) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স দেওয়ার নিমিত্ত পরবর্তী দফা/পর্যায়ে টেন্ডারের মাধ্যমে প্রচেষ্টা গ্রহণের সুপারিশ;
- ৩) স্থানীয় টেন্ডার কমিটির উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে নিলামের প্রস্তাব;
- ৪) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যুক্তিসংগত কারণসহ সুপারিশ;
- ৫) অন্য যে কোন যুক্তিসংগত সুপারিশ।

(ঙ) প্রাক্কলিত মূল্যের ১০০% উর্ধ্ব বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করবে। প্রাক্কলিত মূল্যের উর্ধ্ব টেন্ডারের দর পাওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ঐ দরের বেশী দরে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য আবেদন করে কোনক্রমেই তা বিবেচনা করা যাবে না।

#### ২১.০ একক টেন্ডার গ্রহণঃ

এ পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য শর্ত পালন সাপেক্ষে একক টেন্ডার বা একক আবেদন গ্রহণ করা যাবে।

#### ২২.০ যে কোন টেন্ডার/আবেদন গ্রহণ, যে কোন টেন্ডার/আবেদন বাতিল বা সকল টেন্ডার ও আবেদনপত্র বাতিল করার ক্ষমতাঃ

যে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ যে কোন টেন্ডার/আবেদন গ্রহণ, বাতিল বা সকল টেন্ডার/আবেদন বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

#### ২৩.০ গৃহীত লাইসেন্সের টাকা আদায়ের পদ্ধতিঃ

(ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পরে পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের দপ্তর হতে সম্মতি পত্র জারী করা হবে;

(খ) সম্মতিপত্র জারীর ৭(সাত) দিনের মধ্যে আবেদনকারী/দরদাতা লাইসেন্স এর অবশিষ্ট লাইসেন্স ফি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের নিকট জমা প্রদান করবেন।

#### ২৪.০ যোগ্যতার টাকা/আর্নেস্ট মানি সমন্বয় করণঃ

টেন্ডারের/আবেদন পত্রের যে সকল অফার/দর গৃহীত হবে তাদের জমাকৃত যোগ্যতার টাকা/আর্নেস্ট মানি আদায়যোগ্য টাকার সাথে সমন্বয় করতে হবে অর্থাৎ উহা আদায়যোগ্য টাকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

#### ২৫.০ টেন্ডার/আবেদনের ফরম বিক্রয়ঃ

প্রতিটি টেন্ডার/আবেদন পত্রের ফরম কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত অফিসে বিজ্ঞপ্তি জারীর ০৭(সাত) দিন হতে বিক্রয় করা হবে এবং টেন্ডারের তারিখের পূর্বে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ক্রয় করা যাবে। টেন্ডার ফরমের মূল্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত করে দিবেন। তবে আবেদনের ফরম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা হবে না।

#### ২৬.০ কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন ও বরাদ্দপত্র জারীঃ

(ক) প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য টেন্ডার গ্রহণের/আবেদনে উল্লিখিত দর গ্রহণের সম্মতিপত্র জারীর ৭(সাত) দিনের মধ্যে বর্ণিত শর্ত পালন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট/প্রতিনিধি এবং নির্দেশিত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাদ্দপত্র জারী এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংস্থার মধ্যে উপযুক্ত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী চুক্তিনামা অবশ্যই সম্পাদন করবেন। লাইসেন্সে নির্ধারিত জমির সীমানা/এলাকা, লাইসেন্সের মেয়াদ, প্রদত্ত লাইসেন্স সম্বন্ধে লাইসেন্স গ্রহীতা এবং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা ইত্যাদি শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হবে। লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত লাইসেন্স ফি পরিশোধ করবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট ও আয়কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কোন সফলকামী দরদাতা/আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে অথবা অনিহা/অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের জন্য জারীকৃত সম্মতিপত্র বাতিল, তার জমাকৃত লাইসেন্স মূল্যের সমুদয় টাকা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং পুনরায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে বরাদ্দ পত্র জারী করতে হবে।

- ২৭.০ লাইসেন্স ফি সর্বাধিক করণের লক্ষ্যে ভূমি ছোট ছোট বন্টন করে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মতামত গ্রহণ পূর্বক কর্তৃপক্ষের পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ এর মাধ্যমে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ হতে চূড়ান্ত চুক্তিনামা সম্পাদন করা।
- ২৮.০ কর্তৃপক্ষের ভূমিতে বিজ্ঞাপন টাওয়ার, বিলবোর্ড বা অনুরূপ কোন বোর্ড স্থাপনের পূর্বে নকশায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ, স্থানীয় ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলীসহ স্থানীয় ত্রি-বিভাগীয় কমিটির মতামত অথবা ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহ নিয়ে গঠিত কমিটির মতামত/সুপারিশ অনুযায়ী অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কাল পর্যন্ত লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত দু'টি বিকল্প কমিটির মতামত অনুযায়ী লাইসেন্স ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারণ করা যাবে।
- ২৯.০ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ এর কোন লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃপক্ষ এর পূর্বানুমতি ব্যতিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট দায় বা বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে বা লাইসেন্স গ্রহীতার অধিকার অন্য কারো বরাবরে কোনভাবে দায়বদ্ধ বা হস্তান্তর করা যাবে না।
- ৩০.০ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ ভূমি/পুকুর/কৃষি জমি/অকৃষি জমি/ডোবা/খাল/জলাশয় ইত্যাদি সম্পত্তির ফি বৃদ্ধির বিষয়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত দর ও নীতিমালা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা এবং সরকার কর্তৃক ফি/রেট বৃদ্ধি পেলে লাইসেন্স ফি পুনঃ নির্ধারণ করা হবে এবং লাইসেন্সী তা প্রদানে বাধ্য থাকবে।
- ৩১.০ ভূ-সম্পত্তি লাইসেন্স নেয়ার পর কোন অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলীর এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলে প্রধান প্রকৌশলী (পুর), বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষ এর নিকট হতে নকশা অনুমোদন গ্রহণ করা। তদসহ অন্য কোন সংস্থার ছাড়পত্র/পূর্বানুমতি/অনুমোদনের প্রয়োজন হলে তাও লাইসেন্স গ্রহীতা সংগ্রহ করবেন।
- ৩২.০ কর্তৃপক্ষের ভূমিতে গতানুগতিক লাইসেন্সের বাইরে অবকাঠামো/গুদাম/জেটি ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নদী পারাপারের অনুমতি বিষয়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ব্রীজ এবং অনুরূপ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখার ভিতরে যে কোন নৌ-বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা, পর্যটনকেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনাদি/অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে লাইসেন্স গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে স্থানীয় কমিটির মতামতসহ সুপারিশ গ্রহণ, কিংবা ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগের প্রস্তাবিত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করা এবং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাপর শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা।
- ৩৩.০ ভূ-সম্পত্তির লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় জরিপ ও শর্তাবলী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা।
- ৩৪.০ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ এর সাথে সম্পাদিতব্য চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্পের খরচ এবং রেজিস্ট্রেশন ফি (যদি প্রয়োজন হয়) তা লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক বহন করা।
- ৩৫.০ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত জায়গাতে খাল/নদীর তীরে দীর্ঘমেয়াদী বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হলে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। এ বনায়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এলাকার বেকার যুবক/কৃষকদের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পাদন করা। বনে কাঠ বিক্রির অর্থ পরিচর্যাকারী ৫৫% এবং বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ ৪৫% পাবে।
- ৩৬.০ কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত, ক্রয়কৃত বা অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত জমি, সম্পত্তি, স্থাপনা, অবকাঠামো ইত্যাদি স্বল্পকালীন বা খণ্ডিত সময়ের জন্য বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য অগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বরাবরে অথবা স্থানীয় ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর অথবা বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা (বন্দর ও পরিবহন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জমির ক্ষেত্রে) আবেদন করবেন। ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ উক্ত আবেদনের উপর স্থানীয় প্রকৌশল বিভাগসহ ত্রি-বিভাগীয় কমিটির মতামত/সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তবে স্থানীয় ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী বা বন্দর কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করা হলে তিনি স্থানীয় কমিটির মতামতসহ তা পরিচালক, ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগে প্রেরণ করবেন এবং ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ও স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলী-কে শর্তারোপসহ কার্যাদেশ জারী করার অনুমতি দিবেন। এ আয় কর্তৃপক্ষের “ভূমি লাইসেন্স/লীজ হতে প্রাপ্ত আয়” হিসাবে বিবেচিত হবে। কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত, ক্রয়কৃত বা অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত জমি, সম্পত্তি, স্থাপনা, অবকাঠামো ইত্যাদি ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ ব্যতিত অন্যকোন বিভাগ/দপ্তর হতে লীজ/ইজারা/লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না।

৩৭.০ আবেদনকারীর প্রাক-যোগ্যতাঃ

লাইসেন্স আবেদনকারীর প্রাক-যোগ্যতা নিম্নরূপঃ-

- ৩৭.১ প্রস্তাবিত ভূমি স্বল্পমেয়াদী লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ভোগদখলকারীর আবেদন প্রথম অগ্রাধিকার প্রদান;
- ৩৭.২ আবেদনকারী ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষী হলে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রদান;
- ৩৭.৩ কর্তৃপক্ষের চাকুরী হতে অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ তৃতীয় অগ্রাধিকার প্রদান;
- ৩৭.৪ সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে চতুর্থ অগ্রাধিকার;
- ৩৭.৫ অন্যান্য ।

৩৮.০ লাইসেন্স ফি/জামানত আদায় গ্রহণ ও ফেরত প্রদান পদ্ধতি :

- ৩৮.১ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে দীর্ঘ মেয়াদী (০৬-১০ বছর) ভূ-সম্পত্তির লাইসেন্স প্রদান করা হলে, লাইসেন্স গ্রহীতার নিকট হতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে জামানত হিসাবে অন্ততঃ ০২(দুই) বছরের লাইসেন্স ফি'র সম পরিমাণ অর্থ এককালীন জামানত হিসাবে জমা রাখতে হবে;
- ৩৮.২ তবে স্বল্প মেয়াদী (০২-০৫ বৎসর) লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তিনামা সম্পাদনের ও কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে অন্ততঃ ০১(এক) বছরের লাইসেন্স ফি'র সম পরিমাণ অর্থ পে-অর্ডার আকারে জমা রাখতে হবে;
- ৩৮.৩ বাৎসরিক লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে জামানত প্রযোজ্য নয়;
- ৩৮.৪ তবে ভূমি, অবকাঠামো বা স্থাপনার গুরুত্ব বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদ ৩৮.১ ও ৩৮.২ এ উল্লিখিত অর্থের অধিক পরিমাণ অর্থ জামানত হিসাবে জমা রাখতে পারবেন;
- ৩৮.৫ প্রদত্ত লাইসেন্সের সকল শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন পূর্বক লাইসেন্সের পূর্ণ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে জামানত ফেরৎ পাওয়ার জন্য লাইসেন্স গ্রহীতা পরিচালক(ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট) বরাবর আবেদন করবেন। আবেদন প্রাপ্তির পরে যথা শীঘ্র সম্ভব ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ কমিটি গঠন করে লাইসেন্স প্রদত্ত জমি, অবকাঠামো/স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্সের মেয়াদ কালে কর্তৃপক্ষের ভূমি, স্থাপনা/অবকাঠামো ইত্যাদির কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হলে কিংবা শর্ত ভঙ্গ করে কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে কমিটি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন, যা লাইসেন্স গ্রহীতার জমাকৃত জামানত হতে কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরৎ প্রদান করবেন। ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ লাইসেন্স প্রদত্ত জমি, অবকাঠামো/স্থাপনা ইত্যাদি পূর্বাভাস কিংবা কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রদত্ত ইতিবাচক পরিবর্তন সন্তোষজনক বিবেচনায় লাইসেন্স প্রদত্ত ভূমি, অবকাঠামো/স্থাপনা ইত্যাদি বুকে নিবেন।

৩৯.০ নবায়ন পদ্ধতি :

- ৩৯.১ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ এর ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির দীর্ঘ মেয়াদের (০৬-১০ বছর) ক্ষেত্রে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪(চার) মাস বা ১২০ দিন পূর্বে নবায়নের আবেদন করবেন অথবা নবায়ন না করার বিষয়টিও লিখিতভাবে অবহিত করবেন। লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাইসেন্স ফি'র সহিত ২% মূল্য বৃদ্ধি করে লাইসেন্স ফি নির্ধারণ করতঃ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরমে (পে-অর্ডার আকারে) সংযুক্ত করে পরিচালক(ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট) বরাবর আবেদন করবে। এ ভাবে বাৎসরিক নবায়নের ভিত্তিতে লাইসেন্স এর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত হবে।
- ৩৯.২ স্বল্পমেয়াদী লাইসেন্স (০২-০৫ বছর) নবায়নের ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাইসেন্স এর মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪(চার) মাস বা ১২০ দিন পূর্বে আবেদন করতে হবে। নবায়ন না করলে তাও লিখিতভাবে অবহিত করবেন। অনুচ্ছেদ-৩৯.১ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি ২% বৃদ্ধি করে পরবর্তী বছরের লাইসেন্স ফি নির্ধারণ করতঃ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরমে সমুদয় লাইসেন্স ফি পে-অর্ডার আকারে সংযুক্ত করে পরিচালক(ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট) বরাবর নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। এ ভাবে বাৎসরিক নবায়নের ভিত্তিতে লাইসেন্স এর পূর্ণ মেয়াদ শেষ হবে।

- ৩৯.৩ বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তির লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি'র উপর ২% মূল্য বৃদ্ধি করে লাইসেন্স ফি পুনঃ নির্ধারণ করতঃ সম্পূর্ণ লাইসেন্স ফি পে-অর্ডার আকারে সংযুক্ত করে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৯০(নব্বই) দিন পূর্বে পরিচালক (ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ) বরাবর নবায়নের আবেদন দাখিল করবেন। তবে ৫% জরিমানাসহ ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্ব পর্যন্ত আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ৩৯.৪ আবেদন বা টেন্ডার কিংবা (অনুচ্ছেদ-০৮ এ বর্ণিত) উভয় প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নযোগ্য। তবে দীর্ঘ মেয়াদে ও স্বল্প মেয়াদে উভয় ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাইসেন্সের মেয়াদ শেষান্তে অনুচ্ছেদ ৩৯.১, ৩৯.২ ও ৩৯.৩ অনুযায়ী প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। অনুচ্ছেদ-৩৯.১ ও ৩৯.২ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নিয়ম অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের আবেদন করে লাইসেন্স হালনাগাদ/নবায়ন করা না হলে অথবা নবায়নের বিষয়টি অবহিত না করা হলে জামানত বাবদ জমাকৃত সমুদয় অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং লাইসেন্স গ্রহীতা অনুচ্ছেদ-৩৮.৫ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহীত সম্পত্তি, স্থাপনা বা জমি পূর্বাঘ্রায় সন্তোষজনকভাবে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। অতঃপর অনুচ্ছেদ-০৮ অনুযায়ী পুনরায় লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩৯.৫ ভূ-সম্পত্তি লাইসেন্স নবায়নের জন্য বর্ণিত সময়, সকল শর্ত ও পদ্ধতি অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা না হলে অথবা নবায়ন করার বিষয়টি অবহিত করা না হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা মোকদ্দমা করা যাবে না।
- ৩৯.৬ এ পদ্ধতি বলবৎ হওয়ার পরেও বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোপূর্বে সম্পাদিত সকল চুক্তিপত্রের মেয়াদকাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আদেশ/নির্দেশ /নিয়মাবলী/সাকুলার ইত্যাদি বলবৎ ও কার্যকর থাকবে। তবে মেয়াদ কাল সমাপ্তির পর এ পদ্ধতি অনুযায়ী পুনঃ নবায়ন করতে হবে।
- ৪০.০ লাইসেন্স বাতিল পদ্ধতি :
- ৪০.১ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ যে কোন লাইসেন্স বাতিল করতে পারবেঃ
- লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক লাইসেন্স ফি যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে;
  - যে উদ্দেশ্যে ও কাজে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে ও কাজে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবকাঠামো ইত্যাদি ব্যবহার করা না হলে কিংবা অন্য কাজে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে;
  - বরাদ্দ পত্র/চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত কিংবা বর্ণিত সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে;
  - যে উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে দুই বৎসরের অধিককাল বিলম্ব হলে;
  - লাইসেন্স/চুক্তিতে আরোপিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে; এবং
  - বিআইডব্লিউটিএ'র গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রয়োজনে বা রাষ্ট্রীয় কাজের প্রয়োজনে যে কোন সময় ১ হতে ৩ মাসের নোটিশে লাইসেন্স বাতিল করা যাবে।



৪০.২ ৪০.১নং ধারায় উল্লেখিত ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অনুযায়ী বাতিলকৃত লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি, জামানত বা এতদসংশ্লিষ্ট গৃহীত অগ্রীম ইত্যাদি সহ যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী অসমাপ্ত নির্মাণাদি ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং প্রয়োজনে নিলামে বিক্রয় করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা কোন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না। লাইসেন্সের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই জমি/অবকাঠামো কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হলে দীর্ঘ মেয়াদী/মধ্য মেয়াদী লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দাতা ১২(বার) মাস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৬(ছয়) মাসের নোটিশে লাইসেন্স প্রদত্ত জমি/অবকাঠামো ইত্যাদি ফেরত নিতে পারবে। এতে লাইসেন্স গ্রহীতা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে লাইসেন্স দাতা জমি/অবকাঠামো ফেরৎ নিলে লাইসেন্স গ্রহীতা সরাসরি লাইসেন্স ফি (ভোগ দখল না করা কালীন সময়ের) ফেরৎ পাবেন। অনুরূপভাবে লাইসেন্স গ্রহীতা চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই জমি/অবকাঠামো কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিতে চাইলে দীর্ঘ মেয়াদের/মধ্য মেয়াদের জন্য ১২ মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। অন্যথায় পূর্ণ মেয়াদের লাইসেন্স ফি প্রদান পূর্বক কর্তৃপক্ষের জমি/অবকাঠামো বিধি অনুযায়ী বুঝিয়ে দিবেন।

#### ৪১.০ অবমুক্তি পদ্ধতি :

৪১.১ যে সমস্ত ভূমি কর্তৃপক্ষের কোন প্রয়োজনে আসবে না, উক্ত ভূমি অবমুক্তির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগ ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন প্রাপ্তি ও সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪১.২ অবমুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে এমন ভূমিতে যদি কোন অবকাঠামো থাকে এবং উক্ত অবকাঠামো জাতীয় স্বার্থে ব্যবহৃত না হলে স্থাপনাদি নিলামে বিক্রয়ের পর ভূমি অবমুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

#### ৪২.০ অবৈধ দখল উচ্ছেদ পদ্ধতি :

৪২.১ কর্তৃপক্ষের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ/শাখা অফিস তালিকা প্রণয়ন করবে এবং ল্যান্ড এ্যান্ড এস্টেট বিভাগ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উচ্ছেদের নোটিশ জারী করবে ও উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৪২.২ কর্তৃপক্ষের জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে লাইসেন্স ফি আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দখলদার উচ্ছেদ করে সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ/কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করণ;

৪২.৩ অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের পূর্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার অর্থ বরাদ্দ না করলে অবৈধ দখলদারের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ভাড়া/লাইসেন্স ফি আদায় করা যাবে।

#### ৪৩.০ বিজ্ঞপ্তি :

৪৩.১ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ এ ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পদ্ধতি কার্যকর ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশ ও নিয়মাবলী বিজ্ঞপ্তি আকারে জারী করতে পারবেন।

৪৩.২ সরকার কর্তৃক ভূমি সংক্রান্ত জারীকৃত আদেশ/প্রজ্ঞাপন/গেজেট/অধ্যাদেশের সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন বিষয় সাংঘর্ষিক হলে সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইন/অধ্যাদেশ প্রাধান্য পাবে।

৪৪.০ রহিতকরণ :

এ পদ্ধতি জারির তারিখ হতে ইতোপূর্বে জারিকৃত দপ্তরাদেশ নং-১৬৫৪/২০১১, তারিখঃ ২০/১১/২০১১ইং সহ এতদসংক্রান্ত সকল আদেশ/নীতিমালা/পরিপত্র/বিধি-বিধান বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাঃ-

(মোঃ আবুল বাসার)

সচিব

তাং-...০৭/০৬/২০১৭

নথি নং-১৮.১১.০০০০.২৪৫.৪৫.০৯১.১৫/১৮৫/৪৭৪